দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ... ৯ কলাম ... ৩......

# শশীভূষণ

(৯-এর পৃঃ পর)

শিল্পী তার কর্মজীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে পরলোক গমন করেন।

ভারত বিভক্তির পর ১৯৪৮ সালে রাজধানী ঢাকায় একটি সরকারী আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্ট হারাতে থাকে তার ঐতিহ্য। ১৯৬৫ সালে অগ্নিকান্ডে ও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় স্কুলটির ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। আশির দশকের প্রথম থেকে স্থানীয় প্রশাসন শিল্পানুরাগীদের ও সরকারের উর্ধ্বতন মহলের উদ্যোগে স্কুলটি কলেজে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৮৩ সালে 'মহেশ্বরপাশা আর্ট স্কুলটি' আনুষ্ঠানিকভাবে রূপান্তরিত হল 'শশীভূষণ আর্ট কলেজ' মহেশ্বরপাশা, খুলনা নামে। একই বছর পরবর্তীতে আবারও আর্ট কলেজটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'খুলনা আর্ট কলেজ'। এই সময় কলেজটি মহেশ্বরপাশা থেকে গল্লামারি পাঁচ একর জমির ওপর সাবেক, রেডিও ভবনে স্থানান্তরিত হয়। সেই সময় থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ডিগ্রি কলেজের স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৯০ সালের ১১ আগস্ট খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে বৃহত্তর স্বার্থে কলেজটি পুনরায় স্থানান্তরিত করে বয়রায় সাবেক রেসিডেন্সীয়াল স্কুলের পরিত্যক্ত ভবনে আনা হয়। চার একর বত্রিশ শতাংশ জমির ওপর ১৯ কক্ষবিশিষ্ট সে দ্বিতল ভবনে এখন ক্লাস চলছে।

প্রতিষ্ঠানটি শুরুতে স্কুলাবস্থায় ৪ বছর মেয়াদী শিক্ষা পদ্ধতি অর্থাৎ CERTIFICATE Course চালু ছিল। বর্তমানে এই কলেজে BACHELOR OF FINE ART DEGREE COURSE ৫ বছর মেয়াদী চালু রয়েছে। এই কোর্সের অন্তর্ভুক্ত সাতটি বিভাগে পড়াশুনার সুযোগ রয়েছে। ভবিষ্যতে MASTER OF FINE ART COURSE চালু করা হবে। কলেজে বর্তমান বিভাগ সাতটি যথাক্রমে ভাস্কর্য, প্রাচ্যকলা, অংকন ও চিত্রায়ণ, ছাপচিত্র ও নন্দনতত্ত্ব, মৃৎশিল্প, গ্রাফিক ডিজাইন-এর অংকণ ও চিত্রায়ণ।

বর্তমানে কলেজটি ১৭৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ৯ জন শিক্ষক রয়েছেন। ২ জন কর্মকর্তা ও ৬ জন কর্মচারী রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্র জাতীয় নবীন ও চারুকলা প্রদর্শনী, এশিয়া দ্বি-বার্ষিক চারুকলা, ভারতে সার্ক আর্ট ফেস্টিভ্যাল অংশ নিয়েছে। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোঃ শেখ সাদী ভুঁইয়া বলেন, আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার পর কালের প্রবাহে এগিয়ে যাচ্ছে নানা অনুকূল ও প্রতিকূলতার মধ্যে। তিনি বলেন, ইতিহাস প্রমাণ করে যে, প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শশীভূষণ রায় বাহাদুর প্রতিষ্ঠিত 'মহেশ্বর পাশা আর্ট স্কুলে' শতবর্ষের লালিত ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার একটি পর্যায় পেরিয়ে এসে 'খুলনা আর্ট কলেজ' সেতু বন্ধন রচনা করেছে। প্রচারবিমুখ শিল্প, সাংস্কৃতিক চর্চার ধারক এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির জন্য শুধু গর্ববোধই নয়, এটা সমগ্র বাংলাদেশের অহংকার।

... তথ্য ও পরিসংখ্যান ...
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
২৬/১১/৯৫